দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 28-8-84 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

0 002

আবার ভর্তি সমস্যা

এইচএসসি পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। পরীক্ষা যখন হয়েছে তখন ফল তো একদিন প্রকাশ পাবেই। কিন্তু আমাদের দেশে এখন কোন পরীক্ষার ফল বেরুলেই মুশকিল। দারুণ এক সমস্যার মোকাবিলা করতে হয় তখন। ভর্তি সমস্যা। শিক্ষাঙ্গণে ভর্তি সমস্যা যদিও সর্বজনীন তথাপি উচ্চ শিক্ষা অঙ্গনে এ সমস্যার তীব্রতা তুলনামূলকভাবে প্রকট। এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় পাশের হার যদিও মাত্র ৫৫ শতাংশ তবু এই অংশকে ভর্তি করাতে গিয়েই যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হিমসিম খাবে একথা হলফ করে বলা যায়। এমনকি যারা পরীক্ষায় মোটামুটি ভাল করেছে, প্রথম বিভাগে পাস করেছে তাদের সকলেই যে ভাল কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাবে একথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। ঢাকার একটি খ্যাতনামা কলেজের অধ্যক্ষ সম্প্রতি জানিয়েছেন এইচএসসি পর্যায়ে ভর্তি করার সময় যারা এসএসসি পরীক্ষায় স্টার মার্কস পেয়েছে তাদের নিয়েই কুলানো যায় না। অন্যদের তাহলে কোথায় জায়গা হবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও তো ভিন্ন কিছু নয়।

কিন্তু এ অবস্থা থেকে আমরা কি ধারণা করব? কেন এরকম অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে? আমাদের দেশে কি মেধাবী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হঠাৎ করে খুব বেশী হয়ে গেছে? তা যদি হয়ে থাকে তাহলে তো খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু তবু কথা থাকে। যারা এইচএসসি পর্যায়ে অথবা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তির সুযোগ পাবে না বা পায়নি তাদের নিয়ে কথা। তাদের কি হবে? কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ নেই বিকল্প কোন শিক্ষা বা কাজের ব্যবস্থা নেই, তাহলে কি তাদের এই অল্প বয়সেই শিক্ষিত মাঝারি শিক্ষিত বেকার হিসাবে চিহ্নিত হতে হবে?

আসল সমস্যা আমাদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ধারণক্ষমতা নিয়ে। ভাল প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধারণক্ষমতা অর্থাৎ সীটের সংখ্যা এমন সীমিত রাখা হলে দেশের উচ্চশিক্ষার পথ অবশ্যই বাধাগ্রস্ত হবে। এটা কাম্য নয়। এব্যাপারে একটা কিছু করা দরকার। এ সমস্যা আরো প্রকট হবারই সম্ভাবনা। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতা যত বৃদ্ধি পাবে এ সমস্যাও তত তীব্র হবে। এ সমস্যার মোকাবিলা করার উদ্যোগ নেয়া না হলে শিক্ষার বিকাশ আশা করা যায় না। আমরা মনে করি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সীটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা দরকার। ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বাড়াতে হবে। যেসব প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলি সম্প্রসারিত করার কথা চিন্তা করতে হবে।